3 JAN 2017

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষার আলো সর্বত্র সমভাবে ছড়াইয়া পড়ুক

বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত গ্রামীণ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বৎসর কয়েক পূর্বেও শহরের তুলনায় অনেকাংশেই পিছাইয়া ছিল বলা যায়। বছরের শেষপ্রান্তে আসিয়া জেএসসি, জেডিসি এবং পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণিত হইল—না, গ্রামীণ শিক্ষার্থীরা আর পিছাইয়া নাই। শিক্ষার আলো এখন শহরের গণ্ডি পার হইয়া গ্রামের কুটিরেও সমভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে। প্রকাশিত ফলাফলের সবকয়টি সূচকেই গ্রাম-শহর, বিশেষ করিয়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ের মধ্যে তফাৎ ছিল খুব সামান্য। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে জেলা ও উপজেলা সদরের বিশেষায়িত ও সরকারি স্কুলগুলি আগাইয়া আছে ঠিকই, কিন্তু গড় পাসের হারের দিক হইতে গ্রামাঞ্চলের স্কুল এবং শহরের স্কুলগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই সামান্য। উল্লেখ্য যে, এই বৎসর ঢাকা বোর্ডের তুলনায় অন্যান্য বোর্ডের গড় পাসের হার ছিল বেশি।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, বৎসরের শুরুতে পাঠদান কার্যক্রম শুরু, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মনিটরিং জোরদার, অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানো, ভর্তি বাণিজ্যের লাগাম টানা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণের মতো সরকারি পদক্ষেপগুলিই এই বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করিয়াছে। তবে এই সাফল্যের পিছনে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সচেতনতাও ছিল অন্যতম কৃতিত্বের দাবিদার। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক একজন চেয়ারম্যানের মতে, দেশব্যাপী সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং-এর মতো বিষয়গুলিও এই বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম অনুঘটক। এই সাফল্যের পাশাপাশি হতাশার চিত্রও কিন্তু একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার পূর্বেই ঝরিয়া যায়। সন্দেহাতীতভাবেই তাহা উদ্বেগজনক। উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশের সর্বত্র শতভাগ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে এবং সমানুপাতে তাহাদের পাসও নিশ্চিত হইবে—ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বর্তমানে প্রচলিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে যথোপযুক্তভাবে পাঠদানের নিমিত্তে দেশব্যাপী—বিশেষ করিয়া, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের আরো অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মানসম্মত পাঠদান শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় আগ্রহী করিয়া তোলে। পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকেও নজর দিতে হইবে। শুধু জেএসসি, জেডিসি এবং পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষাতেই নয়, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়েও এই সাফল্য ধরিয়া রাখা প্রয়োজন। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে যদি বৈষম্য হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে একদিকে যেমন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধি পাইবে—অন্যদিকে তেমনি গড়িয়া উঠিবে দক্ষ মানবসম্পদও।